নির্বাচন সংক্রান্ত বিচার বিবেচনা, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, শ্রমিক সংগঠন, ধর্মীয় সংগঠন প্রভৃতি ক্ষমতাসম্পন্ন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির সহযোগিতা। কোন কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর আনুগত্যও এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। কোন শাসক প্রধানই বাঁধাধরা ছক অনুযায়ী সমগ্র প্রশাসন কাঠামোর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেন না। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে তাঁকে প্রয়োজন মত সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়।

১০.৩.৪ শাসন বিভাগের শ্রেণী বিভাজন

রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায় : (১) সর্বস্ব শাসক ও প্রকৃত শাসক; (২) একক-পরিচালক ও বহু পরিচালক শাসন বিভাগ এবং (৩) উত্তরাধিকার সূত্রে মনোনীত শাসক ও নির্বাচিত শাসক।

সংবিধান অনুযায়ী দেশের সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা একজন শাসক প্রধানের হাতে থাকে। তত্ত্বগতভাবে তিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তাঁর নামে শাসন কার্য পরিচালিত হয়। তাঁর ক্ষমতা কিছু আনুষ্ঠানিক কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই ধরনের শাসক প্রধানকে নামসর্বস্ব শাসক বলা হয় (Nominal or Titular Executive)। বাস্তবে যিনি বা যাঁরা প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন তাঁদের প্রকৃত শাসন (Real Executive) বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় এই ধরনের পার্থক্য দেখা যায়।

একক-পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা বিশেষ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং তাঁর নির্দেশ ও নেতৃত্বে সমস্ত কাজ সম্পাদিত হয়। ইতিহাসে চরম রাজতন্ত্র একক-পরিচালক শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হয়। জার্মানীতে নাৎসী দলের হিট্‌লার, ইতালী ফ্যাসিস্ট দলের মুসোলিনীর শাসন একক-পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার (Single Executive) জনপ্রিয় উদাহরণ।

বহু-পরিচালক শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগী ক্ষমতার প্রয়োগ যখন একাধিক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত কোন সংস্থার হাতে অর্পিত থাকে তখন তাকে বহু পরিচালিত শাসন বিভাগ (Plural Executive) বা সমষ্টিগত শাসন বিভাগ (Collective Executive) বলা হয়। বর্তমানে সুইজারল্যান্ডে এই ধরনের বহু পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা দেখা যায়।

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবের আগে শাসকগণ উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ করতেন। ব্রিটেনের রাজা বা রাণী উত্তরাধিকার সূত্রে মনোনীত হন। কিন্তু, রাজা বা রাণীর ভূমিকা নামসর্বস্ব শাসক প্রধানের। প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রী পরিষদ। জাপানেও উত্তরাধিকার সূত্রে মনোনীত শাসকের দৃষ্টান্ত আছে।

বর্তমানে পৃথিবীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে শাসক প্রধান, হয় প্রত্যক্ষভাবে নয় পরোক্ষভাবে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হন। এই ভাবে ক্ষমতাশীন শাসককে নির্বাচিত শাসক বলা হয়।

১০.৩.৫ শাসন বিভাগের কার্যাবলী

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারের কার্যাবলীর পরিমাণ অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন মানুষের জীবনের ক্ষুদ্রতম চাহিদাও রাষ্ট্র পূরণ করতে সক্ষম। তার ফলে, শাসন বিভাগের কার্যাবলী অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা শাসন বিভাগের কাজের মধ্যে আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কাজ ও আইন সংক্রান্ত কাজের কথা উল্লেখ করেছি। শাসন বিভাগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার সংক্রান্ত